বেগম সুফিয়া কামাল স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান

বরেণ্য কবি, লেখক ও নারী আন্দোলনের পুরোধা বেগম সুফিয়া কামাল স্মরণে বাংলা একাডেমি আজ ৬ই আষাঢ় ১৪৩০/২০শে জুন ২০২৩ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির উপপরিচালক ড. সাইমন জাকারিয়া। একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসনা জাহান খানম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলা একাডেমির সচিব মোখলেছুর রহমান আকন্দ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

সাইমন জাকারিয়া বলেন, সুফিয়া কামাল মানেই প্রগতির পথে, মুক্তির রথে অনন্ত আলোকযাত্রা। প্রতিকূল পরিবেশে মানবমঙ্গলের বিজয়কেতন উড়িয়ে তিনি বাংলার ইতিহাসে জননী সাহসিকা-রূপে স্বরণীয় হয়ে আছেন।

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, সুফিয়া কামাল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শোক-দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে দেশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন। এই কাজে তাঁর কোনো বিরতি ছিল না, অবসর ছিল না। তিনি রক্ষণশীলতার দূর্গ ভেঙেছেন, প্রগতির পতাকা উড়িয়েছেন এবং জোর গলায় বলতে চেয়েছেন ‘নিশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প বিকাশের প্রয়োজনে’।

হাসনা জাহান খানম বলেন, সুফিয়া কামাল আমৃত্যু নারী অধিকার, মানবসাম্য এবং আধুনিক সমাজ ও স্বদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে গেছেন। সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন বাংলা সাহিত্যে নতুন অধ্যায় যোগ করেছেন, তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের সামগ্রিক অগ্রসরমানতা নিশ্চিত করেছেন।

মোখলেছুর রহমান আকন্দ বলেন, সুফিয়া কামালের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। নারী অধিকার এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর লড়াই আমাদের চিরকালীন অনুপ্রেরণার উৎস।

সেলিনা হোসেন বলেন, কবি সুফিয়া কামাল কবিতা ও কর্মিতায় এক কোমল-কঠোর নাম। সুফিয়া কামালের কবিতা যেমন মানব-অনুভবের কোমল মহাদেশকে স্পর্শ করে তেমনি তার নারী আন্দোলন, কুসংস্কার-বিরোধী অবস্থান এবং মানবমুক্তির আবাহন কঠোর সত্যের বার্তাবহ।

মোহাম্মদ আকবর হোসেন
উপপরিচালক